OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 689 - 694
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 689 - 694
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রংপুর অঞ্চলের বিয়ের লোকগান : নারীদের সামাজিক অবস্থান ও সমাজ বাস্তবতা

তৃষ্ণা রানী সরকার
সহকারী শিক্ষক, সিভিল এভিয়েশন স্কুল এন্ড কলেজ, কুর্মিটোলা, ঢাকা
Email ID: trishnasarker08@gmail.com
ও
ড. প্রমথ চন্দ্র সরকার
সহকারী অধ্যাপক, মনোবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী
Email ID: pramath588@gmail.com
0000-0003-0505-297X

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Folk Songs, Rangpur Folklore, Wedding Song, Folk Culture, Social Reality.

Abstract
Folk literature serves as a mirror reflecting the essence of the nation. It provides invaluable insights into the mental framework of a society and embodies the environmental and social contemplations of its rural singers. Among the rich tapestry of folk literature, feminine songs or wedding songs occupy a distinguished place. In this respect, the folk literature of North Bengal in Bangladesh holds significant cultural importance. This research aims to explore the social status of women and social reality in the Rangpur region of North Bengal, Bangladesh, where women play a crucial role as bearers and transmitters of social culture. Their words and songs reveal the deepest demands, customs, rules, and social injustices in society. This article appropriately highlights various aspects of the Rangpur region and the Bengali mentality, including dowry practices, marriage breakdowns, relationships between family members, marriage matchmakers, the groom's mother's anxieties about the new bride, child marriage, and the tradition of viewing the bride.

Discussion

বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, - 'সাহিত্য জাতির দর্পনসরূপ'।[১] সে হিসেবে আমরা লোকসাহিত্যকেও জাতির দর্পনস্বরূপ বিবেচনা করতে পারি। নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে হলে যেমন, আয়নার প্রয়োজন হয়, তেমনি একটি অঞ্চলের বা জাতির জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে হলে ঐ অঞ্চলের লোকসাহিত্যের প্রয়োজন হয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 689 - 694
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লোকসাহিত্য একবারেই সাধারণ মানুষের বুলি। গ্রামবাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিদিনের জীবন মানের প্রানবন্তরূপ হলো লোকসাহিত্য। গ্রামবাংলার সহজ সরল সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম, চাওয়া-পাওয়া, আচার-ব্যবহার, মনোভাব-মূল্যবোধ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে লোকজ সংস্কৃতি। ফোকলোর বিশেষজ্ঞরা, 'লোকসাহিত্যকে সাধারণ মানুষের প্রানস্পদন বলেছেন।'[২] অর্থাৎ লোক পরম্পরায় চলে আসা কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, নিয়ম-প্রথা, অভ্যাস-উৎসব নিয়ে গড়ে উঠেছে লোকজ সংস্কৃতি বা লোকসাহিত্য।

লোকসাহিত্য যারা লালন পালন করেছেন, যারা এর ধারক ও বাহক, তারা হলেন গ্রামবাংলার শান্ত, স্নিগ্ন পরিবেশের অশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষ, যারা লিখতে পারেন না, পড়তে পারেন না, কিন্তু তাদের কর্মকান্ডে প্রতিনিয়ত প্রতীয়মান হয় সৃজনশীলতা, সৃষ্টিশীলতা আর বাক্য নৈপুণ্য, যার মধ্যে তারা তাদের শিকড়ের কথা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। যার প্রমান পাওয়া যায় লোকসাহিত্যের প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে। লোকসাহিত্য শুধু মানুষের অবয়ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে তা নয়। মানুষের সাথে মানুষের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় তথা সামগ্রিক সমাজ চিত্রের বাস্তবতা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠে। লোকসাহিত্য জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, জীবনের জন্য, জীবনকে নিয়ে এবং জীবন নির্ভর সাহিত্য অর্থাৎ সাহিত্য মানবজীবনের সমালোচনা মাত্র।[৩]

রংপুর অঞ্চল সাহিত্য ও সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকে সুমহান ঐতিহ্যে ভরপুর। রংপুর অঞ্চল চটকা, ভাওয়াইয়া, মাটালি গান, গোরক্ষনাথ (নাথ সাহিত্য) প্রভৃতি লোকগানের উর্বর ক্ষেত্র। রংপুর অঞ্চলের নারীরা তাদের অবস্থান, মনের কথা, দারিদ্র্য, হতাশাগ্রস্থ জীবন সুখ-দুঃখ পারিবারিক জীবন, ইত্যাদি চিত্রিত করে তুলেছেন বিয়ের গীতে। বিয়েকে উপজীব্য করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তথা দিনাজপুর, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী জেলায় বহুগান প্রচলিত আছে।[৪] তবে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার, শহুরে তথা কথিত মধ্যবিত্ত সমাজের উত্থান ও টেলিভিশন, ফেসবুক, ইউটিউব এর মতো মানহীন চটকদার সস্তা বিনোদনের কারণে সাহিত্যগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ গানগুলো দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে।[৫] বিয়ে কেন্দ্রিক গানগুলোর মধ্যে পাকা দেখা, বরের রূপ বর্ণনা, সোহাগামাখা, অধিবাস, পাশাখেলা, কন্যাদান, কনে বিদায়ের করুন সুর, বউ শাশুড়ির সম্পর্ক প্রভৃতি অংশের গানগুলো খুব জনপ্রিয়। এই বিবাহ গীতে প্রধানত মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। আর বিবাহ গীতগুলো যেহেতু মেয়েলী গীতের মধ্যে পড়ে তাই মেয়েলী মনের অনুভূতি রঞ্জিত সুরই প্রকাশ পায়। সাধারনত মেয়েলী সংগীতগুলো অনুষ্ঠান নির্ভর, ঘটনা নির্ভর কিন্তু এদের প্রকৃতি একই।[৬]

গানগুলোতে যেমন রয়েছে যৌতুক প্রথা বা পণ প্রথার প্রতি মনোভাব ও নেতিবাচক প্রভাব, তেমনি রয়েছে বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার, ছেলে-মেয়ের প্রেম-ভালোবাসার কথা। মা-মেয়ের, মেয়ে-বাবার, ভাই-বোনের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে এই বিবাহ গীতগুলোতে। এই গানগুলোর নির্দিষ্ট কোন সুর নেই। মেয়েরা দল বেঁধে একসাথে গেয়ে থাকে।

রংপুর অঞ্চলের বিয়ের গানে ফুটে উঠেছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মকান্ডের নিখুঁত চালচিত্র। আমরা কিছু গানের মাধ্যমে তাদের জীবন সূত্র অনুধাবনে সচেষ্ট হই। গানগুলোতে তাদের জীবনধর্মের কোন দিক ফুটে উঠেছে, তাদের ভাষা কী বলে? তাদের পরিবেশ কী বলে? এসব বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

বিবাহ মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের জীবনে যেমন জন্ম-মৃত্যু রয়েছে, তেমনি বিবাহ করে সংসার ধর্ম পালন করতে হয়। সংসার ধর্ম শুরু করার পূর্বে বর-কনেকে কিছু সামাজিক আচার অনুষ্ঠান মেনে বিবাহ সম্পন্ন করতে হয়। বিবাহ সম্পন্ন করার আগে উপযুক্ত বর বা কনেকে খুঁজতে এবং সম্বন্ধ পাকাপোক্ত করতে প্রয়োজন পড়ে ঘটকের। ঘটক আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত একটি নাম। অবশ্য বর্তমানে ঘটক ছাড়াও ছেলে মেয়েরা নিজে নিজে পছন্দ করে বা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে পরস্পরকে পছন্দ ও বিয়ে সম্পন্ন করছে। এই অঞ্চলের বিয়ের গানের বিচার বিশ্লেষণ ঘটক নির্ভর গান দিয়ে শুরু করা যাক। বিয়ের জন্য বর কনে দেখা, পছন্দ করা, সমন্ধ ঠিক করা, পণ ঠিক করা, বিয়ের দিন ঠিক করা প্রভৃতি কর্মে ঘটকেরা অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করে থাকে। ঘটকেরা যে রূপের অধিকারী তা ঘটক নির্ভর গানের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের চাতুর্যপূর্ণ বাচনভঙ্গি, কিভাবে আগুনের চেয়ে সত্য হয়ে ওঠে তার প্রমাণ মিলে গ্রাম বাংলার বিবাহ গীতে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 689 - 694
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(ক) বিয়ের ঘটক সম্পর্কিত গান : বিবাহ হবে অথচ ঘটক নেই এ কথা অকল্পনীয় স্বপ্ন। গ্রাম বাংলার মানুষেরা বিবাহকার্যের জন্য প্রথম ধাপ সম্পন্ন করে ঘটক দিয়ে আর উপর্যুক্ত গানটিতে ফুটে উঠেছে গ্রাম বাংলার চিরাচরিত এই রূপটি। গ্রাম বাংলার প্রতিটি বাবা-মাকে ঘটকের দ্বারস্থ হতে হয়। যদিও বর্তমানে মোবাইল টেলিফোন ইন্টারনেট ঘটক নামক বিশেষণ থেকে অনেকাংশে মুক্তি দিয়েছে। তবুও ঘটকের গুরুত্ব এখনো কোন অংশে কমে নি। গানটিতে প্রাচীন বাংলায় যে ঘটক ছাড়া বিয়ে হত না তার অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। ঘটকের ইতবাচক-নেতিবাচক উভয় গুণ পরিলক্ষিত হলেও, ঘটকের মধ্যে গীতগুলোতে শেষোক্ত গুণটি লোকচক্ষে বেশি পরিদৃষ্ট হয়। কেন না ঘটক এক ধরনের দালাল বটে। তারা একমুখে দুই কথা বলে যেমনটি কন্যা সম্পর্কে বরের বাড়িতে আর বর সম্পর্কে কনের বাড়িতে অর্থাৎ উভয় পক্ষকে অতিরঞ্জিত ভাবে তুলে ধরে। স্বীয় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। অর্থাৎ এমন ছেলে মেয়ে হয়তো একশো জনে একজন পাওয়া যাবে, তাই হাত ছাড়া করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তবে একথা সত্য চতুর ঘটকের কথায় জাদু আছে। নয়তো ঘটকের মুখের কথায় মেয়ে বা ছেলের বাপকে এভাবে রাজি করানো সহজ ব্যাপার নয়। কথার ফুলঝুড়ি আর কথার জাদুমালায় বিমোহিত করতে পারা ঘটকের প্রধান ও আকর্ষনীয় গুণ।

“হল হলদী বাটিতে রে
মাও মোর নড়িয়া গেল শাখা
এই আগিনায় কছিস রে ঘটক
সুন্দর বালির কথা।
বালি যদি ঝগড়ী হয় রে
ঘটক তুই শুনিবু কথা
চিড়া বানা গাইন দিয়া রে
ঘটক ফাটিয়া দিম রে মাথা
পাড়ার লোকে ডাকাইবে রে ঘটক
মাথা ফাটা বলিয়া।
হল হলদী বাটিতে রে
মাও মোর নড়িয়া গেল শাখা
এই আগিনায় কছিস রে ঘটক
সুন্দর বালির কথা।”

উপরে উল্লিখিত গানে বরের মায়ের সাথে ঘটকের আলাপচারিতায় একটি সুন্দর কনের কথা ফুটে উঠেছে। সুন্দর বলতে আমরা শুধু বাহিরের সৌন্দর্য দেখি। কিন্তু গানটিতে দেখা যায়, সুন্দর কনে বলতে এর সংজ্ঞার্থ হল যার স্বভাব, আচার—আচরণ, কথা—বার্তা ভালো, তাকেই বোঝানো হয়েছে। সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও বরের মায়ের মধ্যে একধরণের ভয়, শংকা কাজ করেছে। সত্যিই কি ঘটক সত্য কথা বলছে? ঘটক যে এর আগে অনেক মানুষকে ঠকিয়েছে বা অন্যের সাথে প্রতারণা করেছে, তার সত্যতা পাওয়া যায় বরের মায়ের কথায়।

(খ) বর-কনে পছন্দ করার গান : আমাদের সমাজ পুরুষ শাষিত। সুদীর্ঘকাল হতে এই বাংলায় মায়েরা শুধু পুরুষের দ্বারা শোষিত, নির্যাতিত হয় নি, বরং এখনো চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। এমনকি তাদের পছন্দ-অপছন্দ বলতে কিছু ছিল না। তারা বিবাহ করত তাদের বাবার পছন্দে। এমনকি হিন্দু বিবাহে শুভদৃষ্টির সময় যে মেয়েটি ছেলেটিকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষণ করে কিনা তাও সন্দেহ। নিম্নোক্ত গানটিতে দেখি বর-কনে পছন্দপর্ব।

“চাইরো গাছি মারোয়ার তলে
সোনার প্রদীপ জ্বলে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 689 - 694
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আগতো সিনি আছুলে—
কালুয়া কালটা কালো মেঘের তলে।
এখুনি পালু রে কালুয়া কালটা
সুন্দর বইনের কোলে।
সুন্দর বইনের মন রে ট্যাঙ্গা
কালুয়া কালটা দেখে।"

উল্লিখিত গানটিতে কনের বোন তার বোন জামাইকে উদ্দেশ্য করে গানটি বলেছে। এখানে কনের বোনের আলাপচারিতায় ফুটে উঠেছে যে ছেলেটি তার বোনের স্বামী হতে যাচ্ছে তাকে সে (কনে) আগে কখনো দেখেনি। বিয়ে হওয়ার সময় ছেলেকে দেখে তার বোনের মনের আকাশে কালো মেঘের ঘনাঘটা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ এখানে এটাই প্রমানিত যে, অতীতে মেয়েরা তাদের স্বামীকে শুভদৃষ্টির সময় দেখতে পেত। এর আগে দেখতে পেত না। কিন্তু তাদেরও যে ইচ্ছে করে নিজে দেখে ছেলেটিকে বিয়ে করবে কিংবা ছেলেটি দেখতে সুন্দর হোক এ রকম কোন প্রয়াস বা চাওয়া পাওয়া তাদের ছিল না। তারা যে চার দেয়াল ভেদ করে সমাজ বর্হিভূত কাজ করবে তা এই প্রাচীন বাংলায় সম্ভব ছিল না। তারা সমাজের নিয়ম কানুন ভেদ করে বিবাহ প্রস্তাবের সময় ছেলেকে দেখার সুযোগ পায় না। বাবার বাধ্য সন্তান হিসেবে তাই গুরুভক্তি মেনে চলতো এবং মনে যা কিছু তাকে সব কিছু মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিয়ে অপছন্দের পাত্রের হাত ধরে সারাটি জীবন শুরু করার এক মিথ্যা চেষ্টায় হাত বাড়িয়ে দিত।

(গ) জাত বা গোত্র নিয়ে গান : আবার এই ধারার বিপরীতে আর এক ধারা আছে; লোকলজ্জা হারিয়ে ছেলে-মেয়েরা একে অপরকে প্রেমপ্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে এই রঙ দিয়ে এই প্রেমের বাঁধনে জড়িয়ে তারা ভুলে যায় সমাজের কঠোর নিয়ম, বাবা-মার আদর ভালবাসা। তাদের চক্ষু তাদের অন্তর ঢাকা থাকে এক রঙ্গিন পর্দায়। হিন্দু সমাজে জাত ও গোত্রভেদ দেখা যায়। প্রধানত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈষ্ণব ও শুদ্র এই চারটি ভাগকে প্রধান্য দেয়া হয়। জাতির এই সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্রাহ্মণ ও সর্বনিম্ন পর্যায়ে শূদ্র। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতি শুধু ব্রাহ্মণকে বিয়ে অন্য কোন জাতকে না। কথায় আছে প্রেম কোনো কিছুই মানে না। এ জন্য দেখা যায় জাতকে বিসর্জন দিয়ে তারা মিলিত হতে চায়। এরকম একটি দিক ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত গানটিতে -

"কোনবা ডাল মোর বড় রে
কোনবা ডাল মোর ছোট রে
কোনবা ডালে মোর মন্দির করল খালি রে
ছোট ডালে মোর মন্দির করল খালি রে
বুঝা মাও হয়া রে
অবুঝ কথা বলে রে
আইছো বাছা দুধ ভাত খাইয়া যাও রে
বুঝা মাও হয়া রে অবুঝ কথা বলেন না
যাবার সময় দুধ ভাত খাবার মোনায় রে।"

উল্লিখিত গানটিতে হিন্দু সম্প্রদায়ের জাত বা গোত্র নিয়ে মা ও মেয়ের আলাপচারিতা। গানটিতে মা তার মেয়ের প্রেমে পড়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তার মেয়ে তাদের গোত্রের চেয়ে নিচু গোত্রের এক ছেলের সাথে প্রেমে পড়ায় তার মা শঙ্কিত। কিন্তু তার মেয়ে নাছোরবান্দা। তার বাবার বাড়িতে সে পালিত হচ্ছে অতি আদরে তবুও সে কষ্টকে বরণ করে এই নিচু গোত্রের ছেলেকে বিয়ে করবে এই দৃঢ় বচন ব্যক্ত করে সে। বর্তমানে হিন্দু শিক্ষিত সমাজে এই জাত বা গোত্র বিভক্তি কিছুটা কমেছে, তবে এখনো বিলীন হয়নি। অন্যদিকে, গ্রামে ও কম শিক্ষিত সমাজে এখনও অনেক বাবা-মা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 689 - 694
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আছেন তারা অন্য জাত তো দূরের কথা, নিজ গোত্রের বাইরে ছেলে-মেয়েদেরকে বিয়ে দিতে চায় না। তারা এখনও তাদের পিতামহীদের আমলের প্রথা মেনে চলতে চায়। এখনও অনেক গ্রাম এই বাংলায় রয়েছে যারা পুরোনো ধ্যান-ধারণাকে ধারণ করে দিন-রাত্রি যাপন করছে। পিতা-মাতারা মনে করছে একই জাতের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হলে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মঙ্গল হবে। কিন্তু এর ব্যতিক্রমে দেখা যায় তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের বেশি অমঙ্গলই করে।

(ঘ) অল্প বয়সে বিবাহের গান : সুদীর্ঘকাল হতে মেয়েদেরকে পনের বছর বয়সের মধ্যে বিবাহ দেয়া হয় এই নীতি পালন করে আসছে এই বাংলার বাবা-মায়েরা। যা এখন বাল্যবিবাহ নামে পরিচিত। এখনও মেয়েরা তাদের এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়ে চলছে। যা অবহেলিত মেয়ে জাতিদের ইঙ্গিত করে। তারা যে সেই, প্রাচীনকাল হতে আজ অবধি অবহেলিত, সুবিধা-বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া তারই প্রমান। অর্থাৎ তাদের কোন আশা ছিল না, তাদের কোন অধিকার ছিল না। সবকিছুই সমাজ নামের এই শৃঙ্খলের নিগড়ে বাঁধা ছিল। শুধু এই মেয়টিই নয়, তাঁদের পরিবারও।

"নীলা সুন্দরির বাবার বাড়িত খেলি কদমের গাছ রে
আজি শোন রে স্বর্গে উড়াইলো হাওয়া
হামার বিয়ার জবোরে বাবা দিছেন কোন খানে রে
তোমার বিয়ার জবোরে মা হাটে—ঘাটে
আইজকা রাত্রিরে জামাই সাজি তো আইসোছে
আজি তো শুনি মাও কিসের বাইজোন পড়েছে
আজিকার রাইতে লুকাইয়া রাখো মোরে
পান তো খাছি রে জবোতো দিছি রে
কেমনে লুকাইয়া রাখি রে।"

উপযুর্ক্ত গানটিতে বাবা-মেয়ের আলাপচারিতায় ফুটে উঠেছে একটি মেয়ের বিবাহ কাহিনী। বিবাহ হল আনন্দের সম্মিলন; যেখানে দুটি মন একে পরিণত হয়। তবুও মেয়েদের স্বর্গভূমি হল তার বাপের বাড়ি। বাবার কথায় ফুটে উঠে তার মেয়ের বয়স হয়ে যাচ্ছে, তাই সে কোথাও কোন উপযুক্ত পাত্র খুঁজে না পেয়ে এক বর্ণপরিচয়হীন ছেলের সাথে বিয়ের কথা পাকা করেছে। কিন্তু নিরুপায় এই বাবা জানে তার মেয়েকে সে কোন নরকে পাঠাচ্ছে। যার কোন তিল পরিমাণ ঠাঁই নেই, যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়, তার সাথে সে তার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছে। এমন সময় মেয়ে তার বাবার কাছে একটি প্রার্থনা করে তাকে এমন পাত্রে দান না করে যেন তাকে লুকিয়ে রাখে। কিন্তু তার বাবা যে সমাজের সামনে ছেলেকে কথা দিয়েছে। সে (ছেলেটি) যে আজ বর সেজে তার মেয়েকে নিতে আসছে। সে কথা ভঙ্গ করলে সমাজ তাকে একঘরে করে রাখবে। সবচেয়ে বড় কথা তার মেয়ে কলঙ্কিনীর দায় বহন করবে সারাটি জীবন। তাই সমাজের এই কঠিন নিগড় থেকে বের না হয়ে সে অপাত্রে তার মেয়েকে পাত্রস্থ করবে। সুপ্রাচীনকাল হতেই একধরণের রীতি ও প্রথা মতে মেয়েদেরকে বাল্যকালেই বিয়ে দেয়া হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিরাজ বৌ উপন্যাসে দেখা যায়। বিরাজ নীলাম্বরের বউ হয়ে আসে মাত্র নয় বছর বয়সে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় এই দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। বর্তমানে যুগেও দেখা যায় মেয়ের বয়স ১৮ হলে আর রক্ষে নেই। গ্রাম্য সমাজে এর কটূক্তি এখনো শোনা যায়। কি মহাশয়, মেয়ের বয়স তো কম হল না। এ মেয়ের বিয়ে টিয়ে হবে তো। না, কারো সাথে প্রেম-ট্রেম আছে। আজকের এই আধুনিক সমাজে এসেও যদি এই রকম লোকহাস্য চাটুরতা থাকে, সমাজ একজন বাপকে লোকলজ্জার দিকে ঠেলে দেয়, তবে সেই প্রাচীন কালে প্রাচীন রীতির দিকেই ধাবিত হবে। কেননা যেখানে মেয়ের বিয়ের উপযুক্ত বয়স বাল্যকাল, সেখানে কী ভাবে কৈশোর পর্যন্ত তাকে বিয়ে না দিয়ে রাখা যায়।

তাই সবশেষে বলা যায়, একটি জাতির মানস সংগঠন ও পল্লীগায়কের পরিবেশগত-সমাজগত ধ্যান-ধারণার সুস্পষ্ট পরিচয় পেতে লোকসাহিত্যের বিকল্প নেই। লোকসাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে মেয়েলি গীত বা বিয়ের গান সগৌরবে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 85
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 689 - 694
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

স্থান দখল করে আছে। সেইদিক থেকে বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ লোকসাহিত্যও স্বমহিমায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান ধরে রেখেছে। এই গবেষণার বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে রংপুর অঞ্চলে নারীদের সামাজিক অবস্থান ও তৎকালীন সমাজের বাস্তবচিত্র কিছুটা হলেও নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কথায় ও গানের তীক্ষè দৃষ্টিতে সমাজের গভীরতম চাওয়া-পাওয়া, আচার-ব্যবহার, নিয়ম-প্রথা, অন্যায়-অবিচার ফুটিয়ে উঠেছে। এই প্রবন্ধটিতে রংপুর অঞ্চল তথা বাঙ্গালী মানসপটের বিভিন্ন দিক যেমন - পণ প্রথা, বিয়ের ঘটক, নতুন বধুর প্রতি বরের মায়ের শঙ্কা, বাল্যবিবাহ, কনে দেখা বিষয়গুলো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সমাজের বাস্তব চিত্র সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে লোকসাহিত্য চর্চা করার বিকল্প নেই।

Bibliography:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ, ২০১১, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, ভারত।

২. Islam, Mazharul, The Theoretical study of folklore, 1998, *Bangla Academy*, P. 340

৩. আহমদ, ওয়াকিল, বাংলা লোকসাহিত্যের ধারা, ২০০২, গতিধারা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৪. Chowdhury, Shibli, Folk Songs from a Feminist Perspective : Bhawaiya, Biyer, and Palagan, 2021, *Asiatic Society of Bangladesh.*

৫. সাহা, পলান, ত্রিপুরার লোকমুখে প্রচলিত লোকগান : বিভিন্ন পর্যায়, *Pratidhwani the Echo*, ISSN: 2278-5264 V. XIII, I. II, 2025, P. 1-12

৬. খাতুন, প্রফেসর মোসাঃ মনোয়ারা, রাজশাহীর মেয়েলি গীত : বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থান, ১৪২৫, বাঙলা সাহিত্যিকী, রাজশাহী কলেজ, ৫ম সংখ্যা, ISSN 2227-1635 p. 33-42

[**নোট :** গানগুলোর সংগ্রাহক উভয় লেখক। ২০১৭ সালে ৫ নভেম্বর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের রংপুর জেলার বদরগঞ্জ থানার ৮ নং রামনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের কিসমত ঘাটাবিল সাহাপাড়া গ্রাম থেকে গ্রামীণ নারীদের নিকট থেকে গানগুলো সংগ্রহ করা হয়। লেখকদ্বয় উক্ত সময়ে মোট ১০০টির বেশি বিয়ের লোকগান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করেন।
গানগুলো প্রদান করেছেন - আলো রানী সরকার (২৭), ঊষা রানী সরকার (৫৫), শেফালী রানী সরকার (৪০) ও রাণী বেলা সরকার (৬০)।]